জগতের একমাত্র আদর্শ সর্বশেষ নবী

﴿الأسوة الوحيدة للعالم﴾

[বাংলা - bengali - البنغالية]

শায়খ লিয়াকত আলী আব্দুস সবুর

সম্পাদানা : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿الأسوة الوحيدة للعالم﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ لياقت علي عبد الصبور

مراجعة: عبد الله شهيد عبد الرحمن

2010 - 1431

islamhouse.com

জগতের একমাত্র আদর্শ সর্বশেষ নবী

আল্লাহ তাআলা প্রথমে আদম আ. কে সৃষ্টি করে তাঁকে অবস্থান করতে দিয়েছিলেন জান্নাতে। কিছুকাল পরে তাঁকে পৃথিবীতে পাঠান। সে সময়ে তাঁকে বলে দিয়েছিলেন,

قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٣٩﴾ البقرة: ٣٨ - ٣٩

'অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত পৌঁছে, তবে যারা আমার সেই হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। আর যারা তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।' (সূরা বাকারা : ৩৮-৩৯)

আল্লাহ তাআলা সে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে মানব জাতিকে তাদের জীবন চালনার সঠিক পথনির্দেশ প্রদান করেছিলেন। প্রথম মানুষ আদম আ.–ই ছিলেন প্রথম নবী। অতঃপর তাঁর পুত্র শীস আ. নবী হন। এভাবে নবী-রাসূল আগমনের ধারা অব্যাহত থাকে। সর্বশেষ হলেন আমাদের নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । মানব জাতির মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। শুধু তাই নয়, ফেরেশতাদের চেয়েও বেশি। ফেরেশতাদের মধ্যে চারজনের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। নবীগণের মর্যাদা তাঁদের চেয়েও বেশি। আর নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তিনি হলেন জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কবির ভাষায় : 'সংক্ষেপে বলতে গেলে আল্লাহর পরে সৃষ্টিজগতে তাঁর চেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী আর কেউ নেই।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারায় পরিসমাপ্তি হয়েছে। সাইয়িদুল মুরসালীনের আগমনের পরে আর কোন নবী রাসূল আগমনের অবকাশই নেই। মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তাআলার হিদায়াতের নিয়ামত পরিপূর্ণ করা হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর প্রেরণ ও তাঁর প্রতি কুরআন মজীদ নাযিলের মাধ্যমে। মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় আরাফার দিনে সূরা মায়েদার যে আয়াতটি নাযিল হয় তাতেও এই ঘোষণা দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ ﴿٣﴾ ﴾ المائدة: ٣

আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতের পূর্ণতা সাধন করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।'

এ আয়াত নাযিল হবার পর প্রায় তিন মাস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন। কিন্তু এ সময়কালে বিধান সম্বলিত কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। বস্তুত এ ঘোষণার মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানব জাতিকে সত্য দীন ও খোদায়ী নিয়ামত প্রদানের ওয়াদা আজ ষোলকলায় পূর্ণ হলো। এ আয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে যে সম্মানে ভূষিত করা হলো, তা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সে জন্যই জনৈক ইহুদী পণ্ডিত একদিন ওমর ফারূক রা. কে বলেছিল– আপনারা কুরআন শরীফে এমন একটি আয়াত পাঠ করে থাকেন যা আমাদের ওপর নাযিল হলে আমরা নাযিল হবার দিনটিকে ঈদ হিসাবে পালন করতাম। ওমর রা. তখন বলেছিলেন, এ আয়াত আমাদের ঈদের দিনেই নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ জুমআর দিনে।

যেহেতু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পথনির্দেশ পাঠানোর ধারা পূর্ণতা লাভ করেছে, সুতরাং তিনিই যে শেষ নবী তার সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে শেষ নবী বলে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তেমনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর অসংখ্য হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি

খাতামুন্নাবিয়্যীন, তাঁর পরে আর কোন নবী দুনিয়াতে আগমন করবেন না। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো– মুসলিম শরীফে সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার ও অন্য নবীগণের দৃষ্টান্ত হলো– এক ব্যক্তি একটি ঘর তৈরি করল কিন্তু একটি ইটের জায়গা খালি রাখল। অতঃপর আমি এলাম এবং উক্ত স্থানটি পূর্ণ করলাম। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি সর্বশেষ নবী, আমার মসজিদ নবীদের সর্বশেষ মসজিদ। (মুসলিম)
উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বসম্মত আকীদা হলো– মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –ই সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন হবে না, হতে পারে না। ছায়ানবী কিংবা শরীয়তবিহীন কোন নবী আগমনেরও সম্ভাবনা নেই। এখন কেউ যদি নবী বা রাসূল হবার দাবী করে, তাহলে তা হবে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাচার।
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, 'আমার পরে ত্রিশজন নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার আবির্ভূত হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর জীবদ্দশায়ই চারজন মিথ্যা নবী আত্মপ্রকাশ করে। এদের মধ্যে তিনজন ছিল পুরুষ আর একজন মহিলা। পুরুষদের নাম (১) আসওয়াদ আনাসী, (২) মুসায়লামা ও (৩) তুলায়হা। মহিলার নাম ছিল সাজাদ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং খোলাফায়ে রাশেদীন অত্যন্ত দৃঢ়হস্তে তাদেরকে দমন করেছিলেন।
আসওয়াদ আনাসী ছিল ইয়েমেনের অধিবাসী। সে নীজ গোত্রের নেতা ছিল। অর্থ ও জনবলের কারণে সে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এক পর্যায়ে সে নিজেকে নবী ঘোষণা করে। তখন হিজরী দশম সন। আসওয়াদের নবুওয়াত দাবীর সংবাদ মদীনায় পৌঁছলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শায়েস্তা করার জন্য মুআয ইবনে জাবাল রা.–এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেন। মুআয রা. তাকে দমন করেন। আসওয়াদ নিহত হয়। এ ঘটনার দু'একদিন পরেই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন। ভণ্ড নবী নিহত হবার শুভসংবাদ যখন মদীনায় আসে, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর ইহজগতে নেই। আবু বকর সিদ্দিক রা. তখন খলীফা হয়েছেন।
মুসায়লামার বিরুদ্ধে আবু বকর সিদ্দীক রা.–এর সময় ইয়ামামায় বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খোদ মুসায়লামা নিজ বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়। তুমুল লড়াইয়ের এক পর্যায়ে ওয়াহশী রা.–এর হাতে মুসায়লামা নিহত হয় এবং এতে করে তার বাহিনীও পর্যুদস্ত হয়। ইয়ামামার এই যুদ্ধে অনেক সাহাবী বিশেষ করে হাফেযে কুরআনের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শহীন হন। সাইয়্যিদুল মুরসালীন–এর মর্যাদা সমুন্নত রাখতে গিয়েই এই সাহাবায়ে কেরাম শাহাদতবরণ করেন।
তৃতীয় ভণ্ডনবী তুলায়হা। তাকে দমন করার জন্য খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ রা-কে পাঠানো হয়। তুলায়হা বাহিনী পরাজিত হয় এবং সে নিজে সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। পরে সে মুসলমান হয়। ওমর রা.–এর খেলাফতকালে সে ইরাক অভিযানে অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার স্বাক্ষর রাখে।
মহিলা ভণ্ড নবী সাজাদ ছিল বনী ইয়ারবু গোত্রের একজন নারী। এক পর্যায়ে সে অপর ভণ্ড নবী মুসায়লামার সাথে সন্ধি ও বিবাহে আবদ্ধ হয়। কিন্তু পরে সে পৃথক হয়ে যায়। এই নারী পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে চারজন ভণ্ড নবীর মধ্যে দু'জন নিহত হয় এবং দু'জন ইসলামে ফিরে আসে। বিগত চৌদ্দশত বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছে। ভণ্ড নবীদের তালিকায় সাম্প্রতিকতম সংযোজন হলো মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী।
কাদিয়ান পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার একটি গ্রাম। এখানকার ইংরেজ ভক্ত এক ক্ষুদ্র জমিদার পরিবারে ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে মির্জা গোলাম কাদেরের ঔরসে মির্জা গোলাম আহমদের জন্ম হয়। ১৮৫৭ সালে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় স্বাধীনতা বিপ্লবের সময় এই পরিবার ইংরেজদের সহযোগিতা করায় এরা ইংরেজ সরকারের প্রিয়পাত্র হয়। ১৮৫৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হলে মুসলমানদের ওপর ঘোর দুর্দিন নেমে আসে। হাজার হাজার আলেমকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়। অগণিত লোককে

দেশান্তর করা হয়। এভাবে আরো অনেক অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়ে ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়ে ইংরেজরা এক নতুন ষড়ষন্ত্র শুরু করে। তারা মুসলমানদেরকে ধর্মচ্যুত করার জন্য একজন নতুন নবীর আবির্ভাব ঘটানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

সে মতে তারা মির্জা গোলাম আহমদকে এ কাজের জন্য নির্বাচন করে। সে প্রথম দিকে সরকারী চাকরি করত। পরে ইসলাম বিষয়ে কয়েকখানা পুস্তক রচনা করে নিজেকে উঁচুদরের একজন ইসলামী চিন্তাবিদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়। এক পর্যায়ে সে নিজেকে একজন সংস্কারক বা মুজাদ্দেদ বলে প্রকাশ করে। অতঃপর ইমাম মাহদী এবং এরপর পৃথিবীতে পুনরাবির্ভূত নবী ঈসা আ. বলে ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে একজন নবী বলে দাবী করে। ইংরেজ সরকারের পরিকল্পনা মোতাবেক সে জিহাদ হারাম বলে ফতওয়া প্রচার করে। সমকালীন ওলামায়ে কেরাম ইংরেজ যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে থাকলেও মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার এই ভণ্ডের মোকাবিলায় ময়দানে নেমে পড়েন এবং জনসমক্ষে তার সকল মিথ্যা দাবীর স্বরূপ উদঘাটন করেন।

কাদিয়ানী ধর্মমত পাশ্চাত্যের খৃস্টান পণ্ডিত সমাজ প্রণীত নীল নকশা মোতাবেক উদ্ভাবিত একটি নতুন মতবাদ। এর প্রসার-প্রচার ঘটে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়। তাই খৃস্টান ইংরেজদের সৃষ্ট এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলিম জাহানের বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা নেই। দুনিয়ার সকল মুসলিম জ্ঞানী বুদ্ধিজীবী একবাক্যে কাদিয়ানী ধর্মাবলম্বীদেরকে ইসলামের আওতা বহির্ভূত তথা অমুসলিম বলে গণ্য করে থাকেন।

আকীদায়ে খতমে নবুওয়াত ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের অন্তর্গত। এ ব্যাপারে তেমন কোন দ্ব্যর্থতা নেই। তেমনি নেই আপসের কোন অবকাশ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বশেষ নবী, কেয়ামত পর্যন্তকালের জন্য তিনিই একমাত্র নবী। এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহের অর্থই হবে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন ঘটেছিল মরু আরবে মক্কার এক জীর্ণ কুটিরে। কিন্তু তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন গোটা বিশ্বজগতের রহমতস্বরূপ। যুগ যুগ ধরে যে মানবতা শোষিত, বঞ্চিত ও নিগৃহিত হচ্ছিল, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা জাহান্নামের কিনারে গিয়ে উপনীত হয়েছিল, তাদেরকে সুপথে ফিরিয়ে এনে পৃথিবীর শান্তিময় জীবন আর আখেরাতের চিরশান্তির নিবাস সুন্নাতের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে ধূলির ধরায় তাশরীফ এনেছিলেন মা আমেনার আদরের দুলাল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী করে। কুরআন মজীদে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তাআলার এ ঘোষণার তাৎপর্য হলো জগতের মানুষের সামনে তিনি তাঁর প্রিয় হাবীবকে সর্বোত্তম মডেল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। একজন মানুষের মধ্যে মহত্ব ও উন্নত ব্যক্তিত্বের যত দিক ও উপাদান থাকা সম্ভব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সেজন্যই আল্লাহ তাআলা তাকে মানবজাতির জন্য উসওয়াতুন হাসানা বা মহত্তম আদর্শ বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বনি আদম যদি কল্যাণ হাসিল করতে চায়, তাহলে তার একমাত্র পন্থা হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর অনুসরণ। তাঁকে ছেড়ে অন্য যে কোন মত, পথ বা প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় নেয়া হবে–পরিণতিতে তা প্রমাণিত হবে অসার ও ব্যর্থ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসাবে মানতে হবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রে তিনিই হবেন সকল কিছুর মানদণ্ড। তাঁর সুন্নত হতে হবে জীবনধারার একমাত্র নির্দেশিকা।

সমাপ্ত